নূর আলী থেকে নূর কবিরাজ

বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল পরিবেশ এর ভারসাম্যহীনতার কারণে এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাব এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। অপরদিকে প্রকৃতি বৈরিতার ফলে অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলাবদ্ধতা, অতিরিক্ত খরা, শৈত প্রবাহ ও ঘূর্নিঝড় প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে, ফলে সহায়সম্বল হারিয়ে প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এলাকার মানুষ এবং দিন দিন দরিদ্র মানুষ আরো হতদরিদ্র মানুষে পরিনত হচ্ছে। জীব বৈচিত্রের উপর এর প্রভাব মারাত্মক ভাবে আঘাত আনছে। অপর দিকে কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে মানুষের নিয়মিত আয়রোজগারের পথ। ফলে মানুষ কৃষি উৎপাদন বিমুখ হয়ে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং দিন দিন বিভিন্ন অকৃষিমূলক কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে যা পরবর্তীতে আরও ভয়াবহতার সৃষ্টি করবে। এ অবাস্থার কবল থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এ এফ-এর আর্থিক সহায়তায় "পাইলট লেভেল কমিউনিটি বেইজড পার্টিসিপোটরি হারবাল গার্ডেন" নামক প্রকল্পটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা "আইডিও"র মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও আইড়িও'র উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালনা করে আসছে। তার মধ্যে "পাইলট লেভেল কমিউনিটি বেইজড পার্টিসিপোটরি হারবাল গার্ডেন" প্রকল্পটি ব্যতিক্রমধর্মী। প্রকল্পের আওতাধীন একজন দলীয় উপকারভোগীর ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মোঃ নূর আলী শেখ। এলাকার সাধারণ জনগণ তাকে নূর আলী বলে ডেকে থাকে। আইডিও পরিচালিত হারবাল গার্ডেন প্রকল্পের একজন নিষ্ঠাবান উপকার ভোগী তিনি। ২০০৭সাল থেকে প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে কৃষি কাজের মধ্যে দিয়ে অতি দুঃখ কষ্টে ৪ ছেলে ও ৩ মেয়েকে বড় করে তুলেছে।

তিনি বলেন আইডিও'র এধরণের প্রকল্প গ্রহণের জন্য আমি আনন্দিত কেননা এলাকার খেটে খাওয়া সাধারণ দরিদ্র লোকজনের ডাক্তারের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় ভেষজ উদ্ভিদের চিকিৎসা বেছে নিচ্ছে। নূর বলে, আল-াহ্তা'আলা এ পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ-প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। চিকিৎসা হিসাবে আইডিও'র সহযোগিতায় আমি ঔষধি গাছ রোপন করছি এবং এর যথাযথ ব্যবহার আইডিও'র পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করছি। বর্তমানে আমার বাড়ীর আঙ্গীনায় ও বাগানে কমপক্ষে দশ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। যেমন- শতমূল, ঘৃতকুমারী, অশ্বগন্ধা, বাসক, আমলকি, হরিতকি, উলটকম্বল, কালোমেঘা ইত্যাদি। আমি নিজে আঙ্গিনায় ২ শতাংশ জমিতে ঘৃত অশ্বগন্ধা কুমারী, শতমূল, ও বাসকের চাষ করেছে। তিনি আরও বলে বাজারে অশ্বগন্ধার বীজের চাহিদা অনেক বেশী কারণ ১০০ গ্রাম বীজের দাম আনুমানিক ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। এ আয় থেকে আর্থিক স্বচ্ছলা অনেকাংশে লাঘব হবে বলে ব্যক্ত করেন। এবছর প্রায় ৭০০ থেকে ৯০০ গ্রাম অশ্বগন্ধার বীজ বাগান থেকে সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা করছি। নূর বলে তাজা অশ্বগন্ধা গাছের মূলের রস সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত কিছুদিন খেলে (খেয়ে পরে এক কাপ দুধ খাওয়া ভাল) ধাতু দৌর্বল্য, স্বপ্নদোষ ও নিদ্রাহীনতা দূর হয়। এছাড়া গালের মধ্যে ঘা হলে এর শিকড় নারিকেল তেলসহ বেটে মুখের ভিতর মালিশ করলে ঘা দ্রুত সেরে যায়। বর্তমান এলাকার লোকজন আমাকেন নতুন নামে ডাকছে "নূর আলী কবিরা"।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তা জানতে চাইলে তিনি বলেন আমার বর্তমান ইচ্ছা গাছের গুনাগুন সম্পর্কে জানা এবং বাস্তব ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রসার ঘটানো। তিনি সংস্থার পরিচালকের নিকট ভেষজ উদ্ভিদের গুনাগুণ সম্পর্কে উপকারভোগীরা যাতে ব্যাপক আকার জানতে পারে এ জন্য একটি বই প্রকাশের অনুরোধ জানান। বাকী জীবন হারবাল গার্ডেনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠার করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। তিনি বলেন গাছকে যদি আমরা পরিচর্যা না করতে পারি তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে লাভের সম্ভাবনা নাই। আন্তরিকতা বা সাধনা থাকলে অবশ্যই একদিন সাফল্য পাওয়া সম্ভব। আমরা সকলে মোঃ নূর আলী শেখের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যাতে সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়ন হয় সেই আশাবাদ ব্যক্ত ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

Noor Ali is now locally known as Noor Ali 'Kabiraj'

Due to unbalanced climate lives and livings of the people of the Southern and Western parts of Bangladesh are very disastrous. The harmful effect, for changing climate, has influenced widely. On the other hand, due to natural enmity heavy rainfall, flood, water logging, cold air and hurricane occur continuously. In consequence of this the people of this area are being from poor to poor day after day. Every year they are lossing all their belongings. It is also affecting the living varieties of the people. On the contrary, agricultural products are going to be reduced and their regular source of income is being less. As a result, the people of this area have been suffering from malnutrition. So they are being entangled in unagricultural activities those will bring bad effect upon them later on. To get rid of this situation the pilot level community based participatory herbal garden project is being implemented with the economic help of A.F. Besides, IDO is implementing various development functions through different donor organizations. Among them pilot level community based participatory herbal garden project is exceptional . Let us discuss the personal success of a beneficiaries under this project.

Md Noor Ali, he is known to the public by this name in this area. He is a sincere beneficiary of the aforesaid project led by IDO. He belongs to this project as a beneficiary person from 2007. Personally he lives on agriculture. He has four sons and three daughters. He says that he is very glad to IDO for undertaking such kind of projects. It is not possible on the part of the people of this area to take facilities of doctors' treatment. For this they have chosen herbal treatment. Noor Ali says that all kind of trees and animals created by Allah for welfare of the human beings. As a practitioner I have grown herbal trees with the help of IDO. At present there are ten kind of herbal trees close to my yard. Among them Shatamool, Gritokumari, Asragandha, Basak, Amloki, Haritoki, Ulotkombal, Kalomegh etc. He also says that the demand of Asragandha is very much in the market. He has cultivated Asragandha, Gritokumar and basak in two decimal of land. The price of seeds of hundred grams of Asragandha from 700 to 800. He also says that economic solvency may recover by it. He hopes that he may collect 700 to 900 grams asragandha seeds from his garden. He also expresses that the diseases of malmsey, bad dream and sleeplessness may relive by taking of juice of root of ashragandha. Mouth ulcer is cured by taking it. At present the people of this area call me by new name Noor Ali Kabiraj. In every day many people have visited the Noor Ali's Garden and to take this for treatment and praising him for his extraordinary plan. When he is asked he says that he likes to know the merits and demerits of trees and will try to spread it through proper use. He requested the director to publish a book in which merits and demerits of trees will be mentioned. He also expresses his opinion to pass his whole life through herbal garden. He says that if we do not serve trees there is no hope of economic profit. Success may be earned if there is cordiality and meditation. We all wish him so that he may implement his future plan